আগামী ১৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য

বাংলাদেশ ব্যাংক (সহকারী পরিচালক) (১০৮টি পোস্ট)

এর *প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য* বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

এক্সাম টেকারঃ আইবিএ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

বাংলাদেশ ব্যাংক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১
(রিক্রুটমেন্ট এন্ড আউটসোর্সিং উইং)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি নং: ৩৮/২০২৬

তারিখ : ২১ বৈশাখ ১৪৩৩ / ০৪ মে ২০২৬

বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সহকারী পরিচালক' পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় Preliminary Test ও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের Content ও Content অনুযায়ী নম্বর বিভাজন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সহকারী পরিচালক' পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় Preliminary Test ও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের Content ও Content অনুযায়ী নম্বর বিভাজন নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো:

Preliminary Test (MCQ Type):

Sl.	Contents	Marks
1.	English - Grammar & Language	20
2.	Bangla - Grammar & Language	20
3.	General Mathematics	20
4.	Financial and Banking Knowledge	10
5.	Analytical Skill	20
6.	Basic Knowledge on ICT	10
	Total Marks	**100**

প্রিলিমিনারি এক্সামের উপর্যুক্ত সিলেবাসে মোতাবেক সকল সাবজেক্ট এর সম্ভাব্য সকল গুরুত্বপূর্ণ পড়াশোনা এই পিডিএফে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পিডিএফে যা যা আছে

১। **ইংরেজিঃ** গুরুত্বপূর্ণ ভোকাবুলারি, শূন্যস্থান পূরণ, গ্রামার রুলস, বাক্য তৈরি/সংশোধন, এনালজি, লিটারেচার প্রিভিয়াস প্রশ্ন + লিটারেরি টার্মস।

২। **বাংলাঃ** নবম-দশম শ্রেণীর দাগানো বাংলা ব্যাকরণ বই + সাহিত্যর প্রিভিয়াস প্রশ্ন + ব্যাকরন হ্যান্ডনোট।

৩। **গণিতঃ** গণিতের সকল সূত্রাবলী + আইবিএ প্যাটার্ন মোতাবেক সমাধানসহ দাগানো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ + প্রিভিয়াস আইবিএ সকল ম্যাথ।

৪। **ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড ব্যাংকিং নলেজঃ** গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী + হ্যান্ডনোট + দাগানো ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং নোট।

৫। **এনালাইটিক্যাল স্কিলঃ** প্রিভিয়াস বিসিএস প্রশ্নাবলী + ১৭৩টি গুরুত্বপূর্ণ এক্সট্রা প্র্যাকটিস + ডাটা সাফিসিয়েন্সি ও ক্রিটিক্যাল রিজনিং এর প্র্যাকটিস লিঙ্ক।

৬। **আইসিটি বেসিক নলেজঃ** প্রিভিয়াস সকল প্রশ্নাবলী + বইয়ে দাগানো গুরুত্বপূর্ণ পড়াশুনা।

এই পিডিএফটি আপনি মোটামুটি রিভিশন দিয়ে এক্সাম হলে যেতে পারলেই প্রিলিমিনারি ক্র্যাক করবেন ইনশাল্লাহ।

Bangla - Page **2** , English - Page **158** , Math - Page **1139**
Finance and Banking - Page **1791**
Analytical Skill - Page **1904** , Computer and ICT - Page **2077**

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ ১	:	ভাষা ও বাংলা ভাষা	১
পরিচ্ছেদ ২	:	বাংলা ব্যাকরণ	৩
পরিচ্ছেদ ৩	:	বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন	৫
পরিচ্ছেদ ৪	:	বাগ্‌যন্ত্র	৯
পরিচ্ছেদ ৫	:	ধ্বনি ও বর্ণ	১২
পরিচ্ছেদ ৬	:	স্বরধ্বনি	১৫
পরিচ্ছেদ ৭	:	ব্যঞ্জনধ্বনি	১৮
পরিচ্ছেদ ৮	:	বর্ণের উচ্চারণ	২৩
পরিচ্ছেদ ৯	:	শব্দ ও পদের গঠন	২৬
পরিচ্ছেদ ১০	:	উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন	২৯
পরিচ্ছেদ ১১	:	প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন	৩২
পরিচ্ছেদ ১২	:	সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন	৩৭
পরিচ্ছেদ ১৩	:	সন্ধি	৪১
পরিচ্ছেদ ১৪	:	শব্দদ্বিত্ব	৪৪
পরিচ্ছেদ ১৫	:	নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ	৪৬
পরিচ্ছেদ ১৬	:	সংখ্যাবাচক শব্দ	৪৮
পরিচ্ছেদ ১৭	:	শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৫১
পরিচ্ছেদ ১৮	:	বিশেষ্য	৫৩
পরিচ্ছেদ ১৯	:	সর্বনাম	৫৫
পরিচ্ছেদ ২০	:	বিশেষণ	৫৭
পরিচ্ছেদ ২১	:	ক্রিয়া	৫৯
পরিচ্ছেদ ২২	:	ক্রিয়াবিশেষণ	৬২
পরিচ্ছেদ ২৩	:	অনুসর্গ	৬৪
পরিচ্ছেদ ২৪	:	যোজক	৬৬
পরিচ্ছেদ ২৫	:	আবেগ	৬৮
পরিচ্ছেদ ২৬	:	নির্দেশক	৭০
পরিচ্ছেদ ২৭	:	বচন	৭২
পরিচ্ছেদ ২৮	:	বিভক্তি	৭৪
পরিচ্ছেদ ২৯	:	ক্রিয়াবিভক্তি	৭৬
পরিচ্ছেদ ৩০	:	ক্রিয়ার কাল	৭৯
পরিচ্ছেদ ৩১	:	বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ	৮৩
পরিচ্ছেদ ৩২	:	বাক্যের বর্গ	৮৬
পরিচ্ছেদ ৩৩	:	উদ্দেশ্য ও বিধেয়	৮৮
পরিচ্ছেদ ৩৪	:	সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য	৯০
পরিচ্ছেদ ৩৫	:	কারক	৯৫
পরিচ্ছেদ ৩৬	:	বাচ্য	৯৮
পরিচ্ছেদ ৩৭	:	উক্তি	১০১
পরিচ্ছেদ ৩৮	:	যতিচিহ্ন	১০৩
পরিচ্ছেদ ৩৯	:	বাগর্থ	১০৬
পরিচ্ছেদ ৪০	:	বাগ্‌ধারা	১০৯
পরিচ্ছেদ ৪১	:	প্রতিশব্দ	১১৪
পরিচ্ছেদ ৪২	:	বিপরীত শব্দ	১১৮
পরিচ্ছেদ ৪৩	:	শব্দজোড়	১২১
পরিচ্ছেদ ৪৪	:	অনুচ্ছেদ	১২৬
		আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	১২৬
		বিশ্ববিদ্যালয়	১২৭
		বৈশাখী মেলা	১২৭
		বইমেলা	১২৮
		জাদুঘর	১২৮
		সুন্দরবন	১২৯
		রেলগাড়ি	১২৯
		স্বাধীনতা দিবস	১২৯
		জাতীয় পতাকা	১৩০
		জাতীয় সংগীত	১৩০
		কম্পিউটার	১৩১
		মোবাইল ফোন	১৩১
		পদ্মা নদী	১৩২
		জন্মদিনের সন্ধ্যা	১৩২
পরিচ্ছেদ ৪৫	:	সারাংশ ও সারমর্ম	১৩৩
		সারাংশ	১৩৩
		সারমর্ম	১৩৭
পরিচ্ছেদ ৪৬	:	ভাব-সম্প্রসারণ	১৪২
পরিচ্ছেদ ৪৭	:	চিঠিপত্র	১৫২
		ব্যক্তিগত পত্র	১৫২
		আমন্ত্রণপত্র	১৫৭
		সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি	১৫৯
		মানপত্র	১৬২
		আবেদনপত্র	১৬৪
		ব্যাবসায়িক পত্র	১৬৮
পরিচ্ছেদ ৪৮	:	সংবাদ প্রতিবেদন	১৭০
পরিচ্ছেদ ৪৯	:	প্রবন্ধ	১৭৪
		বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প	১৭৪
		বাংলাদেশের উৎসব	১৭৭
		জগদীশচন্দ্র বসু	১৮১
		রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	১৮২
		লঞ্চ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	১৮৪
		একটি ঝড়ের রাত	১৮৬
		কৃষি উদ্যোক্তা	১৮৮
		ভাষা আন্দোলন	১৯০
		বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৯৩
		সময়ানুবর্তিতা	১৯৭
		ক্রিকেটে বাংলাদেশ	১৯৯
		বাংলাদেশের ফুটবল	২০১
		কৃষিকাজে বিজ্ঞান	২০৪
		মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার	২০৬
		বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	২০৮
		বিশ্বকোষ	২১০

পরিচ্ছেদ ১
ভাষা ও বাংলা ভাষা

ভাষা

গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিভ, তালু, দাঁত, নাক প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ নানা রকম ধ্বনি তৈরি করে। এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয় শব্দ। শব্দের গুচ্ছ দিয়ে বাক্য গঠিত হয়। বাক্য দিয়ে মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদান করে। মনের ভাব প্রকাশক এসব বাক্যের সমষ্টিকে বলে ভাষা।

ভাষা একদিকে মুখে বলার এবং অন্যদিকে কানে শোনার বিষয়। সভ্যতার অগ্রগতিতে মুখের ভাষা ক্রমে লেখার ও ছাপার, সেইসঙ্গে চোখ দিয়ে পড়ার বিষয়েও পরিণত হয়েছে। এছাড়া দৃষ্টি-শক্তিহীনদের জন্য ভাষাকে উঁচুনিচু করে তৈরি করার ও হাত দিয়ে অনুভব করার ব্রেইল পদ্ধতি, আবার বাক্-শক্তিহীনদের বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইশারা ভাষা মানুষ তৈরি করেছে। তবে সাধারণভাবে ভাষা বলতে লিখিত ভাষা বোঝায় না, ইশারা ভাষাও নয়। মুখে উচ্চারিত রূপই ভাষার প্রধান রূপ।

জনগোষ্ঠী ভেদে ভাষার বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়, ভাষাও আলাদা হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা এভাবেই আলাদা ভাষা হিসেবে বিদ্যমান আছে। বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে চীনা, ইংরেজি, হিন্দি, হিস্পানি, আরবি, বাংলা, পর্তুগিজ, রুশ, জাপানি, জার্মান, কোরিয়ান, ফরাসি, তামিল, তুর্কি, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি ।

বাংলা ভাষা

বাঙালি জনগোষ্ঠী যে ভাষা দিয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ। এর মধ্যে বাংলাদেশে ষোলো কোটি এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দশ কোটি মানুষের বাস। এছাড়া ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রায় তিন কোটি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো প্রায় এক কোটি বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে। মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা।

পৃথিবীর ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয়, চীনা-তিব্বতীয়, আফ্রিকীয়, সেমীয়-হেমীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো-এশীয় প্রভৃতি ভাষা-পরিবারে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, হিস্পানি, রুশ, পর্তুগিজ, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সিংহলি প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলা ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের সদস্য। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় অহমিয়া ও ওড়িয়া। ধ্রুপদি ভাষা সংস্কৃত এবং পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের আদি ভাষা বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে। এই বিবর্তনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্তর বাংলা ভাষাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, সেগুলো হলো: ইন্দো-ইউরোপীয় → ইন্দো-ইরানীয় → ভারতীয় আর্য → প্রাকৃত → বাংলা। আনুমানিক এক হাজার বছর আগে পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'।

বাংলা ভাষার রয়েছে কালগত ও স্থানগত স্বাতন্ত্র্য। এক হাজার বছর আগেকার ভাষা, পাঁচশো বছর আগেকার ভাষা, এমনকি উনিশ শতকে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে বর্তমান কালের ভাষা আলাদা। আবার ভৌগোলিক এলাকাভেদে বাংলা ভাষার নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ভাষার এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে বলা হয় উপভাষা।

বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি রয়েছে। এই লিপির নাম বাংলা লিপি। বাংলা লিপিতে মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি – স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উপমহাদেশে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়। ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব-ভারতীয় শাখা দশম শতক নাগাদ কুটিল লিপি নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা লিপি এই কুটিল লিপির বিবর্তিত রূপ। অহমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি প্রভৃতি ভাষাও বাংলা লিপিতে লেখা হয়। সংস্কৃত এবং মৈথিলি ভাষা লিখতে এক সময়ে অন্য লিপির পাশাপাশি বাংলা লিপিও ব্যবহৃত হতো।

বাংলাদেশের জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক। এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বর্ণের সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সম্পর্ক আছে?
ক. চোখ খ. কান গ. নাক ঘ. জিভ

২. ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে –
ক. শ্রবণ-শক্তিহীনরা খ. দৃষ্টি-শক্তিহীনরা গ. মানসিক-শক্তিহীনরা ঘ. শারীরিক-শক্তিহীনরা

৩. বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় –
ক. ১৫ কোটি লোক খ. ২০ কোটি লোক গ. ২৫ কোটি লোক ঘ. ৩০ কোটি লোক

৪. মাতৃভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর কততম ভাষা?
ক. ৪র্থ খ. ৫ম গ. ৬ষ্ঠ ঘ. ৭ম

৫. নিচের কোনটি ভাষা-পরিবারের নাম নয়?
ক. ইন্দো-ইউরোপীয় খ. আফ্রিকীয় গ. দ্রাবিড়ীয় ঘ. ইন্দো-ইরানীয়

৬. ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত-
ক. সংস্কৃত ও পালি খ. অহমিয়া ও ওড়িয়া গ. নেপালি ও সিংহলি ঘ. হিন্দি ও উর্দু

৭. নিচের কোনটি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?
ক. কেন্তুম খ. সংস্কৃত গ. পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ঘ. দ্রাবিড়ীয়

৮. বাংলা ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায় –
ক. মহাভারতে খ. চর্যাপদে গ. বৈষ্ণব পদাবলিতে ঘ. মঙ্গলকাব্যে

৯. বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি?
ক. ব্রাহ্মী খ. মণিপুরি গ. বাংলা ঘ. কুটিল

১০. ভারতের কোন প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা?
ক. কেরালা খ. ওড়িশা গ. ত্রিপুরা ঘ. হরিয়ানা

পরিচ্ছেদ ২
বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার মধ্যকার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা ব্যাকরণের কাজ। ব্যাকরণগ্রন্থে এসব বৈশিষ্ট্যকে সূত্রের আকারে সাজানো হয়ে থাকে।

যে বিদ্যাশাখায় বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয় তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ ভাষায়। এর লেখক ছিলেন মানোএল দা আসসুম্পসাউ। তাঁর বাংলা-পর্তুগিজ অভিধানের ভূমিকা অংশ হিসেবে তিনি এটি রচনা করেন। এরপর ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত ইংরেজি ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ একটি বাংলা ব্যাকরণ। বইটির নাম *A Grammar of the Bengal Language*। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরি এবং ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

ভাষা হলো বাক্যের সমষ্টি। বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে। আবার শব্দ তৈরি হয় ধ্বনি দিয়ে। এদিক থেকে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো ধ্বনি। এই ধ্বনি, শব্দ, বাক্য – প্রত্যেকটি অংশই ব্যাকরণের আলোচ্য। এছাড়া শব্দের ও বাক্যের বহু ধরনের অর্থ হয়। সেসব অর্থ নিয়েও ব্যাকরণে আলোচনা করা হয়। ব্যাকরণের এসব আলোচ্য বিষয় বিভক্ত হয় অন্তত চারটি ভাগে, যথা – ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ধ্বনি। লিখিত ভাষায় ধ্বনিকে যেহেতু বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তাই বর্ণমালা সংক্রান্ত আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বাগ্‌যন্ত্র, বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল প্রভৃতি।

রূপতত্ত্ব

রূপতত্ত্বে শব্দ ও তার উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি স্থান পায়। বিশেষ গুরুত্ব পায় শব্দগঠন প্রক্রিয়া।

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যতত্ত্বে বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাক্যের নির্মাণ এবং এর গঠন বাক্যতত্ত্বের মূল আলোচ্য। বাক্যের মধ্যে পদ ও বর্গ কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, বাক্যতত্ত্বে তা বর্ণনা করা হয়। এছাড়া এক ধরনের বাক্যকে অন্য ধরনের বাক্যে রূপান্তর, বাক্যের বাচ্য, উক্তি ইত্যাদি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কারক বিশ্লেষণ, বাক্যের যোগ্যতা, বাক্যের উপাদান লোপ, যতিচিহ্ন প্রভৃতিও বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে।